বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ” এইরূপ অভিমানে কোন প্রকারেও ব্রাহ্মণের অনাদার বা অসম্মান করিবে না। ব্রাহ্মণের প্রতি সর্ব্বদাই পূজ্যবুদ্ধি রাখিতে হইবে। কারণ শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—“অবেদ্যো বা সবেদ্যো বা ব্রাহ্মণো মামকী তনুঃ” মূর্খই হউক বা পণ্ডিতই হউক, ব্রাহ্মণ আমারই দেহ। যেহেতু শ্রীভগবান্ নিজ শ্রীমুখে যাদবগণকে উপদেশ করিয়া বলিয়াছেন—“বিপ্রং কৃতাগসমপি নৈব দ্রুহ্যত মামকাঃ। ঘ্নন্তং বহুশপন্তং বা নমস্কুরুত নিত্যশঃ॥” হে যাদবগণ! ব্রাহ্মণ যদি অপরাধও করে, তথাপি আমার জন যাহারা, তাহারা কখনও তাঁহাদের প্রতি দ্রোহ আচরণ করিবে না। ব্রাহ্মণ যদি আঘাতও করেন এবং অভিশম্পাতও করেন, তথাপি তাঁহাদিগকে নিত্য প্রণাম করিবে—এই শ্রীভগবানের নিজ শ্রীমুখের আদেশ; ইহা লঙ্ঘনে দোষ উপস্থিত হয়। এস্থানে একটি প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে, পূর্বে বলা হইয়াছে—অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে নীচজাতি শ্বপাকের মতও দেখিবে না, আবার এস্থানেতে ব্রাহ্মণ যেমন-তেমনই হউক্ না কেন, তাঁহাকে নমস্কার করিতে হইবে—এই দুই বিরুদ্ধ বাক্যের কি সমাধান হইতে পারে? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—“তদ্দর্শনাসক্তিনিষেধপরত্বেন দমাধেয়ং”। অর্থাৎ অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণের দর্শনে আসক্তি করিবে না। এইরূপেই সমাধান করিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই যে—ব্রাহ্মণ যদি অবৈষ্ণব হন, তাহা হইলে তাঁহাকে দূর হইতে প্রণাম করিবে কিন্তু তাঁহাকে দেখা বা তাঁহার সহিত কোনও প্রসঙ্গ করিবে না। দেখা যায়—পরমভাগবত শ্রীযুধিষ্ঠির দ্রৌপদী প্রভৃতিও বৈষ্ণবদ্রোহী অশ্বত্থামাকে প্রণামাদি ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীবৈষ্ণবের পূজা করাই যাঁহাদের স্বভাব, তাঁহারা বৈষ্ণবের আচারে কখন বিচার করিবে না। যেহেতু শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—“অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।” কিন্তু একটি বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে—যে জন একান্তভাবে শ্রীহরিকে ভজন করেন, অন্য দেব-দেবীকে পূজা করেন না, সেই একনিষ্ঠ এবং ভজনশীল ভক্ত যদি পূর্ব্বে দুষ্কর্ম্ম নিরত অসদাচারশীল ছিলেন—এমন হয়, তাহা হইলেও তাঁহাকে সাধু বলিয়া শ্রীভগবান্ আদর করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। যে-জন শ্রীহরিকেও ভক্ত করেন, অন্য দেব-দেবীকেও পূজা করেন, সেই ব্যভিচারী ভক্তের পক্ষে একথা নহে কিংবা অন্য দেব-দেবীকে পূজা করে না—শ্রীভগবানকেই ভজন করে কিন্তু ভজন অনুষ্ঠানেই তাহার সময় অতিবাহিত হয় না, সেই জন যদি অসদাচশীল হয়, সেই ভক্তের পক্ষেও “অপি চেৎ সুদুরাচার”—এই শ্লোক প্রযোজ্য নহে। মূল কথা শ্রীহরিতে একনিষ্ঠ ভক্তিমান্ হওয়া চাই এবং